R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

বসন্ত মালতী
রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য
সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং
লিমিটেড
কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

আপনার জীবনের—
প্রতিদিনের সঙ্গী
হকিন্স প্রেসার কুকার
অনুমোদিত ডিলার এবং সুদক্ষ
সার্ভিস সেন্টার
প্রভাত ষ্টোর
[দুলুর দোকান]
রঘুনাথগঞ্জ (ফোন : ৫৩)

৭৮শ বর্ষ ৩৮শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ২৮শে মাঘ বুধবার, ১৩৯৮ সাল ১২ই ফেব্রুয়ারী ১৯৯২ সাল। | সডাক মূল্য : ৫০ পয়সা বার্ষিক ২৫৲

গণ আন্দোলনের চাপে স্লুইস গেটের শুভ সূচনা অনুষ্ঠান পণ্ড
ফিরে গেলেন উদ্বোধক জেলা পরিষদ সভাধিপতি

জঙ্গিপুর : গত ১০ ফেব্রুয়ারী রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের দুর্জনখালি দাঁড়ায় স্লুইস গেট নির্মাণ কাজের শুভ সূচনা অনুষ্ঠান পণ্ড হলো। গণ আন্দোলনের চাপে উদ্বোধক জেলা পরিষদ সভাধিপতি নির্মল মুখোপাধ্যায় ফিরে যেতে বাধ্য হ'লেন। রঘুনাথগঞ্জ ২নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি গিয়াসুদ্দিন এক প্রচার পত্রে জানান তাঁরা দুর্জনখালিতে চাষীদের চাষের সুবিধা এবং গ্রাম ও জমি থেকে জল নিষ্কাশনের জন্য ৮' ৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি স্লুইস গেট নির্মাণের পরিকল্পনা নিয়েছেন। কাজ শেষ করতে পারলে লক্ষ্মীজোলা, সেখালীপুরসহ ৫টি গ্রাম পঞ্চায়েত উপকৃত হবে। তারই শুভ সূচনা অনুষ্ঠান করতে আসেন জেলা পরিষদ সভাপতি নির্মল মুখোপাধ্যায়। কিন্তু সেদিন অনুষ্ঠানের সময় বেলা ২-৩০ মিঃ নাগাদ আশপাশের গ্রামের কয়েক হাজার বিক্ষুব্ধ গ্রামবাসী সভাধিপতিকে লক্ষ্মীজোলা পঞ্চায়েত অফিসে ঘেরাও করেন ও বিভিন্ন শ্লোগান দিতে থাকেন। তাঁদের দাবী (শেষ পৃষ্ঠায়)

অসময়ে শিলাবৃষ্টিতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি

সাগরদীঘি : গত ৭ ফেব্রুয়ারী হঠাৎ শিলা বৃষ্টিতে এই ব্লকের মানগ্রাম, বালিয়া, কাবিলপুর, পাটকেলডাঙ্গা, গোবর্দ্ধনডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয় বলে জানা যায়। এক একটি শিলার ওজন প্রায় ২৫ থেকে ১০০ গ্রাম পর্যন্ত বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান। কাবিলপুর প্রধান জানান গ্রামে ঘরবাড়ীর ক্ষতি হয়েছে এবং ৮টি গরু মারা গিয়েছে। মাঠের ফসলও একেবারে নিষ্ট। বালিয়ার প্রধান গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষয়ক্ষতির কথা জানান। এই সব অঞ্চলে বাড়িঘর ও ফসলের ক্ষতির পরিমাণ কয়েক লক্ষ টাকা। গাছে বহু পাখীও মারা গিয়েছে। সবকটি পঞ্চায়েত থেকেই ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দেবার দাবী জানানো হয়েছে। ১০ ফেব্রুয়ারী স্থানীয় ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি জেলা পরিষদ সভাপতিকে বেড়িওগ্রামে ক্ষয়ক্ষতির বিস্তৃত বিবরণ পাঠান। জেলা কৃষি উন্নয়ন আধিকারিক গ্রামগুলি ঘুরে ফসলের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিচ্ছেন বলে খবর।

মরা বিড়ালকে কেন্দ্র করে আদালতে কর্ম্মবিরতি

রঘুনাথগঞ্জ : গত ৬ ফেব্রুয়ারী জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত ঘরে পড়ে থাকা মরা বিড়ালকে কেন্দ্র করে আদালত কর্মীরা কর্মবিরতি পালন করেন। খবর মরা বিড়াল পড়ে থাকতে দেখে ২য় মুন্সেফ আদালতের নাজিরকে সেটি সরিয়ে দিতে বললে, নাজির নিজেকে অপমানিত বোধ করেন এবং এর প্রতিবাদ করেন। শেষে মুন্সেফ-বাবুকে ক্ষমা চাইতে দাবী করেন। কিন্তু মুন্সেফ ক্ষমা চাইতে সম্মত হন না। এই নিয়ে কর্মীরা আদালতের কাজ বন্ধ রাখেন। আলোচনার পর পুনরায় কাজ শুরু হয়। ঘটনাটি জেলা জজের দৃষ্টিতে আনা হয়েছে।

এন টি পি সিতে এ বছর উৎপাদন সর্বোচ্চ

নবারুণ পয়েন্ট : ফরাক্কা বৃহৎ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ৯১-৯২ এর জানুয়ারীতে বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়েছে সর্বোচ্চ। হিসাব অনুযায়ী জানুয়ারী '৯২-এ বিদ্যুৎ উৎপন্ন (শেষ পৃষ্ঠায়)

কপিরাইটারদের সঙ্গে দলিল লেখকদের সংঘর্ষ

রঘুনাথগঞ্জ : স্থানীয় রেজিষ্ট্রী অফিসে কপিরাইটাররা খুশিমত দলিল লেখার ফিস আদায় করছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। গত ৪ ফেব্রুয়ারী এই পরিপ্রেক্ষিতে (শেষ পৃষ্ঠায়)

ক্রীড়ায় স্বর্ণপদক লাভ

জঙ্গিপুর : গত ২ ফেব্রুয়ারী বহরমপুরে অনুষ্ঠিত প্রাথমিক ও নিম্ন বুনিয়াদী স্কুল পরিচালিত জেলাভিত্তিক দৌড় ঝাঁপ প্রতিযোগিতায় ১০০ মিঃ ও ২০০ মিঃ (বালক ও বিভাগ) দৌড়ে স্থানীয় (শেষ পৃষ্ঠায়)

আমাদের নতুন দোকান
তাই
কার্ডও নতুন ডিজাইনও নতুন নতুন
আর দাম সে তো
দেখে নেবেন

কার্ডস্ ফেয়ার
(পণ্ডিত প্রেস সংলগ্ন)
র ঘু না থ গ ঞ্জ
এখানে জেরক্স করা হয়।

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পরিষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৮শে মাঘ বুধবার ১৩৯৮ সাল

সদিচ্ছার নমুনা

'সমবেতাঃ যুযুৎসবঃ'—যুযুধান দুই পক্ষ মোতায়েন হইয়াছিল। শেষ হুকুম 'ফায়ার!' এর জন্য উভয়পক্ষই অপেক্ষমান ছিল। পাক অধিকৃত কাশ্মীরের নিয়ন্ত্রণরেখার বিভিন্ন স্থানে পাক সৈন্যের ব্যাপক সমাবেশ হয়। আর তাহার জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনীকেও হাজির করা হয়। সীমান্তে কড়া নজর রাখা হইয়াছে এবং টহলদারি জোরদার করা হইয়াছে। জে, কে, এল, এফ সমর্থকেরা নিয়ন্ত্রণরেখা অতিক্রম করিয়া কাশ্মীরে প্রবেশ করিবার আয়োজন করিয়াছিল। ভারতের পক্ষ হইতে এইজন্য টহলদারি ও নজরদারী। কিন্তু পাকসৈন্য সমাবেশের কারণ কী? জে, কে, এল, এফ সমর্থকদের সহায়তা প্রদানের জন্যই কি এই আয়োজন? অবশ্য এই নিবন্ধ লিখিবার সময় পর্যন্ত কোন অপ্রীতিকর ঘটনার সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

তবে কাশ্মীর অগ্নিগর্ভ। সেখানে উগ্রপন্থী কার্যকলাপ ক্রমবর্দ্ধমান। আর এই সুবাদে সেখানে জে, কে, এল, এফ এর ভারতবিরোধী যত কার্যক্রম। অধিকৃত কাশ্মীর হইতে উস্কানি ও মদত অব্যাহত রহিয়াছে। তাই জম্মু-কাশ্মীর হইতে অনেককেই সরিয়া পড়িতে হইয়াছে। কাশ্মীরে ভারতীয় জাতীয় পতাকার অবমাননা করা হয়, সেখানে কোথাও কোথাও অন্য রাষ্ট্রের পতাকা উড্ডীন হয়। সেখানকার বহু মানুষ ভাবিয়া পান না তাঁহারা কোন রাষ্ট্রের নাগরিক। আর ভারতের অন্য কোনও রাজ্যের মানুষ কাশ্মীরে গিয়া স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপদ বোধ করিতে পারেন না। সেখানে ভারতবিরোধী মনোভাব ও ক্রিয়াকলাপ প্রকাশ্যে চলিয়া থাকে। কিন্তু তাহার কারণ কী? কারণ একটি যে, কেন্দ্রীয় সরকার দীর্ঘদিন হইতে কাশ্মীর সম্পর্কে কেমন এক নরম মনোভাব পোষণ করিয়া চলেন। আর তাহা কোন রাজনৈতিক কারণে বা সম্প্রদায়গত সম্প্রীতি অথবা জাতীয় ঐক্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার কারণে কিনা তাহা বুঝা কঠিন। কিন্তু সেই নরম সুরই এখানে অগ্নিগর্ভ পরিবেশের সৃষ্টি করিয়াছে।

সর্বশেষ সংবাদে জানা গেল যে, পাক অধিকৃত কাশ্মীর হইতে জে, কে, এল, এফ এর ভারত বিরোধী অভিযান সফল হয় নাই। পাকিস্তান উক্ত সমর্থকদের ভারতে প্রবেশে বাধা দিয়াছে। ভারতীয় সেনাবাহিনী যে কোন পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে।

জে, কে, এল, এফ সমর্থকেরা প্রাথমিক অবস্থায় পাকিস্তানের পক্ষ হইতে যথেষ্ট প্রশ্রয় পাইয়াছিল। দাভোসে ভারত ও পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রীদের বৈঠকে মনে হইয়াছিল যে, দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি ঘটিতে চলিয়াছে। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কাশ্মীরের উগ্রপন্থীদের সমর্থনে পাকিস্তানে হরতাল পালনের নির্দেশ দেওয়া হইল। পাক প্রধানমন্ত্রী দেশে ফিরিয়া ঘোষণা করিলেন যে ভারত কাশ্মীরকে দখলে রাখিতে সমর্থ হইবে না। পাক জাতীয় সংসদ কাশ্মীরের মানুষদের সংগ্রামে পাকিস্তানের সমর্থনের কথা ঘোষণা করিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করা হইয়াছে।

এই সব কারণে পরিস্থিতি ঘোরালো হইয়া উঠিয়াছিল। অবশ্য প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন হইল। ঘোষণা করা হইল যে, জে, কে, এল, এফ-এর কাশ্মীরে প্রবেশ পাকিস্তান সমর্থন করে না। কোন বহিঃশক্তির প্রভাবে পাকিস্তান সুরের পরিবর্তন করিয়াছে, তাহা জানা যায় নাই। বাকি ভারতীয় সৈন্য সমাবেশের জন্য এইরূপ হইল, তাহাই বা কে বলিবে?

কারণ যাহাই হোক, রক্তক্ষয়ের আসন্ন অবশ্যম্ভাবিতা বন্ধ হইয়াছে, ইহাই স্বস্তির কারণ। অতঃপর কাশ্মীর সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের নরম মনোভাব আর না থাকার বাঞ্ছনীয় সমগ্র রাষ্ট্রের স্বার্থে।

দশটি গরু সমেত চোর ধৃত

জঙ্গিপুর: রঘুনাথগঞ্জ ২ ব্লকের কুলগাছি পশুহাটে গরু বিক্রি করতে এসে গত ২৬ জানুয়ারী দশটি গরু সমেত একজন গরু চোর ধরা পড়ে। খবর নলহাটি থানার গ্রাম থেকে ১৪টি বাড়ীতে গরু চুরি হয় এবং সেই ঘটনা থানায় লিপিবদ্ধও হয়। জনৈক মালিক হাটে হাটে খোঁজ করতে গিয়ে কুলগাছি পশুহাটে দশটি গরু সমেত চোরকে আটক করেন। খবর পেয়ে উত্তেজিত স্থানীয় মানুষেরা গরু চোরকে ধরে ফেললে হাট মালিক নিজ দায়িত্বে মিটমাট করে দেন। কুলগাছি গরুর হাট বর্তমানে বাংলাদেশে গরু-মহিষ পাচারের এক বিশেষ কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে গ্রামবাসীদের অভিযোগ। এ অঞ্চল বাংলাদেশীদের দুর্গ বলে কথিত। দলে দলে বাংলাদেশ থেকে সমাজবিরোধীরা এখানে অনুপ্রবেশ করে চাল, ডাল, কাপড়, লবণ ও পশু নিয়ে বাংলাদেশে চালান দিচ্ছে নিয়মিত বলে অভিযোগে শান্তিপ্রিয় গ্রামবাসীরা সোচ্চার। তাঁদের আরোও অভিযোগ এদের সঙ্গে পুলিশ এবং বি এস এফের গোপন চুক্তি রয়েছে।

ক্লাবের প্রতিষ্ঠা দিবস

সাগরদীঘি: বালিয়া নেতাজী সংঘের ২১তম প্রতিষ্ঠা দিবস গত ২৩ থেকে ২৬ জানুয়ারী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালন করা হয়। ২৩ জানুয়ারী মনিগ্রাম গর্গ মুনির ঢিবি থেকে বালিয়া পর্যন্ত ৫ কিমি রাস্তা দৌড়ে অংশ নেন ১৬ জন পুরুষ ও ১ জন মহিলা। যোগপুর তরুণ তীর্থের সামশুল হক ১ম, অরাঙাব হাই স্কুলের ধনপতি মণ্ডল ২য় ও মির্জাপুর নবভারত স্পোর্টিং ক্লাবের আকতার সেখ ৩য় স্থান লাভ করেন। দুপুরে নেতাজীর জন্মক্ষণে শ্রদ্ধা নিবেদনের পর আবৃত্তি প্রতিযোগিতা ও প্রশ্নোত্তরের আসর বসে। সভায় সভাপতিত্ব করেন অবসরপ্রাপ্ত স্কুল পরিদর্শক অমরেন্দ্রনাথ সাহা ও প্রধান অতিথি ছিলেন সমাজসেবী কমলারঞ্জন প্রামাণিক। বিকালে লুথারেন ওয়ার্ল্ড সার্ভিসেসের পক্ষে চন্দ্রশেখর ঘোষের পরিচালনায় বিষ্ণুপুর নাট্যগোষ্ঠীর পুতুল নাচ 'আঁধার পেরিয়ে' দর্শকদের আনন্দ দেয়। ২৪ জানুয়ারী ভলিবল প্রদর্শনী, ২৫ জানুয়ারী একদিনের ভলিবল প্রতিযোগিতা এবং ২৬ জানুয়ারী প্রজাতন্ত্র দিবসে পতাকা উত্তোলন, প্রভাত ফেরী এবং ৯টা থেকে সিঙ্গল উইকেট ক্রিকেট প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

সিটুর অবস্থান ধর্মঘট

নবারুণ: গত ২৯ জানুয়ারী এফ এস টি পি পির মেন গেটের সামনে সকাল ৮টা থেকে সিটু সমর্থিত ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, নির্মাণ কর্মী ইউনিয়ন ও কনট্রাক্টরস্ ইউনিয়নের প্রায় ১৫০ জন কর্মী বিভিন্ন দাবী দাওয়া নিয়ে বিকেল ৫টা পর্যন্ত অবস্থান কর্মসূচী পালন করেন। দাবীগুলির মধ্যে ছিল সুষ্ঠু কর্মী নিয়োগ পদ্ধতি, কর্মীদের ন্যূনতম মজুরী নির্দ্ধারণ, পি এফ ও বোনাসের ব্যবস্থা, নিরাপত্তার পরিবেশ রচনা, অধিগৃহীত জমির মালিকদের পুত্র কন্যার চাকরী ও ফরাক্কাতে শিল্প নগরী ও বাণিজ্য বন্দর গড়ে তোলা ইত্যাদি। তাছাড়াও তাঁদের দাবী ছিল অবৈধ ঠিকাদার নিয়োগ বন্ধ করে কর্তৃপক্ষের স্বজন পোষণ, দুর্নীতি, মাফিয়া রাজ তৈরীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ। অবস্থানে ভাষণ দেন সিটুর জেলা সভাপতি ও স্থানীয় বিধায়ক আবুল হাসনাৎ।

আবোল-তাবোল

বাসযাত্রা

অনুপ ঘোষাল

লেখাটির শিরোনাম শ্মশানযাত্রাও হতে পারত। কেন পারত, সে গল্পটির জন্য শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। তবে বাস যাত্রার ঘরে ঘরে ফেরার দরকার নাও হতে পারে, সে-কথা সবাই হাড়ে হাড়ে জানেন। বাড়ি থেকে কেউ বেরুলে সেটা যদি গঙ্গাযাত্রা হয় বাড়ির লোকজন সবচে নিশ্চিন্ত। ট্রেনযাত্রা বা প্লেনযাত্রা হলেও কেউ অতটা আঁতকে ওঠে না। বাসের শরণাপন্ন হতে হবে শুনলেই শুভার্থীরা হেঁকে দুর্গাস্মরণ করেন, প্রিয়জন দৌড়ে এসে একবার যাত্রীর মুখখানা দেখে যান—এ শেষ দেখা কিনা বলা দায়। এ যেন যুদ্ধযাত্রা।

যুদ্ধযাত্রাই! যাঁরা বাসের নিত্য-যাত্রী তাঁরা লড়তে লড়তে চলতে থাকেন। সবচে বড় লড়াই বাস থেকে ইর্জ্জত নিয়ে নেমে আসা। ধ্বস্তাধ্বস্তির মধ্যে কারো পকেটে হাতটা আটকে গেলে, অমনি ভদ্রলোকের পোর গালে কষে দু'থাপ্পড় —শালো, 'পকেটমারার জায়গা পাওনি!' বাস থেকে নামলেন, আপনার ধবধবে পাঞ্জাবিতে সিঁদুরের দাগ দেখে সহযাত্রী মুচকি হেসে শুধোলেন, 'নতুন বিয়ে বুঝি? একটু সামলেসুমলে বেরোবেন তো!' সহযাত্রী হয়ত আলতো হাসির ওপর ছেড়ে দিলেন, কিন্তু গৃহে গৃহিণী? তিনি খ্যাংরা ঝাঁটা দিয়ে সিঁদুর ঝেড়ে পাঞ্জাবি সাফ্ করে দিলেন। প্রেসটিজে কেরোসিন, সা ত দি ন শয্যা। আর সবচে বে-ইজ্জতের ব্যাপার—তেমন ধুমধাড়াক্কা ভিড়ে ধুতিকোঁচা ছিটকে বাস থেকে নাঙ্গাবাবা হয়ে যখন নামলেন। হয়ত ভাবছেন ধুতিটা না হয় গেল, কিন্তু আণ্ডারওয়্যারের গিঁটটা খুলে গেল কেমন করে, ভাববার সময় পেলেন না। কেউ সাধু ভেবে পায়ে লুটোচ্ছে, কেউ দূর থেকে বক্ দেখাচ্ছে আর কচিকাচারা হাত-তালি দিয়ে ঘিরে ঘিরে নাচছে—'অ্যামুন আজব জীব কেউ দেখিস নাই, ন্যাক্ সে ফুলতলায়...'। অবস্থা কালিঝুল-মাখা আর এক নাস্তানাবুদ হয়ত আপনাকে উদ্ধার করে তার সাগরেদ করে নেবে। বে-ইজ্জতের শেষ থাকবে না।

বাস থেকে একবার নেমে পড়তে পারলে কিন্তু নিশ্চিন্তি। সে-যাত্রা ফাঁড়া কেটে গেল। কিন্তু এই নামার আগে পর্যন্ত যে কত কাব্য-নাটক রচিত হয়ে যাবে ইশ্বরের পিতাও জানেন না। একদিন দেখি এক মহিলা সহযাত্রীর পিঠে খোঁচা মেরে অনবরত বলেই চলেছেন, 'অ্যাই, শুনচো গো! অ্যাই যে, শুনচো...।' আর ভদ্রলোক শুধু যথাযাধ্য দূরে সরে যাবার চেষ্টা করছেন। শেষ-মেষ ভদ্র মহিলা তেড়েফুঁড়ে তার গর্দানের কাছে জামাটা ঝাঁকিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'মিন্সের কার দিকে এত নজর, আমার কথায় গ্রাহ্যি নেই?' অগত্যা ভদ্রলোক করুণ চোখে ঘাড় ঘোরালেন। একই রকম শার্টপরা পরপুরুষকে দেখে মহিলা লাল। তবে তাঁর স্বামীটি? তিনি তো সঙ্গেই উঠলেন। তিনি ততক্ষণে ভিড়ের গুঁতোয় অপর দর্জার পাশে সেঁটে গেছেন, সেখান থেকে ভয়ার্ত গলায় চেঁচাচ্ছেন, 'শুনতে পাব কি করে, আমার কানটা খামচে এক প্যাসেঞ্জার ঝুলে আছে যে!' বাসে বন্ধুকে শুধোলুম, 'বাঃ, শাদা শার্টে কালো টাই, এত চমকানো সাজ কেন রে?' বন্ধু আঁতকে উঠে বললে 'অ্যাঁ... আমি... টাই? বাপের জন্মে পরিনি।' চোখ নামিয়ে দেখে—সম্মুখবর্তিনীর নকল চুলের বিনুনি কলারের বোতামে আটকে মাথা থেকে খুলে ঝুলছে। বন্ধু চেঁচিয়ে উঠল, 'এই যে দিদি আপনার চুল!' দিদি ততক্ষণে বাস থেকে নেমে দ্রুতপায়ে পালাচ্ছেন। বন্ধু পেছনে ছুটছে—'দিদি আপনার চুল, দিদি আপনার...।' কণ্ডাক্টর এক যাত্রীর হাতে টিকিট গুঁজে দিতে তিনি বললেন, 'পয়সা তো দিইনি, কোথায় যাব তাও বলিনি ...'। আর এক যাত্রী হাত থেকে ছোঁ মেরে টিকিটটা কেড়ে নিয়ে বললেন, 'সুখের মুখের ডাল! পয়সা দেব আমি, আর টিকিট নেবেন উনি, চাঁদু আমার!'

লোকের কথা বিস্তর হল। একটা নিজের গল্প বলি। একদিন বাসে বাঁহাতটা ছেড়ে খেলিয়ে বাসের হ্যাণ্ডেলটা কোন রকমে ধরে ভিড়ে চিড়েচ্যাপ্টা হয়েও কিঞ্চিৎ আরামে দাঁড়িয়ে আছি। ব্যালেন্সে গোলমাল হবার ভয় নেই। ডান হাত ফ্রি। তবে সাবধান। কে কখন মুক্ত হাতটি পকেটমার বলে খাবলে ধরে, সেই ভয়ে নিজের পকেটেই ঢুকিয়ে শিবনেত্র হয়ে ক্লাস-লেক-চারের মহড়া দিচ্ছি বিড়বিড় করে। হঠাৎ গেরো, বাঁ হাতের কব্জিটা একটু চুলকে উঠল। কব্জিকে বললুম, 'এতটু রোসো, নেমে ভাল করে চুলকে দেব।' কে কার কথা শোনে! চুলকানি তীব্র। অগত্যা ডানহাত পকেট থেকে বেরিয়ে এগিয়ে গেল। খানিক চুলকেও দিল। কিন্তু এ কি? বাঁহাতে কোন অনুভূতি নেই কেন? ভিড়ের ধাক্কায় প্যারালিসিস্ হয়ে গেল নাকি! বাঁহাতটি দেখতে পাচ্ছি না। আঙুল নাড়াবার চেষ্টা করলুম, হ্যাঁ কিলবিল করছে। ফের ডান হাতে চুলকোলুম। দেখি পাশের এক ভদ্রলোক খিক্ খিক্ করে মৃদু হাসছিলেন, হঠাৎ মেজাজ উল্টে আমার দিকে ফিরে বললেন, 'ধ্যার মশ, জানেন না আমার সর্বাঙ্গে কাতুকুতু? তখন থেকে হাতখানায় সুড়সুড়ি দিচ্ছেন! হাসতে হাসতে আমার পেট ফেটে গেলে জুড়ে দেবেন?' সভয়ে হাত টেনে নিলুম। কিন্তু আমার বাঁহাত, একেবারে নিজের বাঁহাতটিকে কিছুতেই ছুঁতে পারলুম না। চুলকানিও থামেনি। অথচ হ্যাণ্ডেল ছাড়লেই সে জায়গাটি বেহাত। ব্যালান্সে গড়বড় হয়ে যাবে। জীবনে ব্যালান্সটাই তো সবচে বেশী দরকার।

চমৎকার রাস্তায় সুপারলাক্সারি বাসে ভিডিও দেখতে দেখতে হিল্লী-দিল্লী যাত্রার কাহিনী এ নয়। সে গল্প অন্যদিন শোনানো যাবে। আজ লজ্ঝর্ বাসে সাধারণ খানাখন্দর রাস্তায় যাত্রার কাহিনী। যে বাসের মাথায়, দু-গেটে পিছনের বনেটে মৌমাছির ঝাঁকের মত মানুষ সেঁটে থাকে। যে বাসের যাত্রীকে ইনসিওরেন্স কোম্পানি ফিরিয়ে দিয়ে বলে, 'তুমি তো মরেই আছ, বীমা করে আমার লাভ?' ডাক্তারকে নিদান দিতে শুনেছি, 'রাতের ব্যামো? সাগর-দীঘি বা কেষ্টপুরের বাসে হপ্তাটাক যাতায়াত করুন। ঝাঁকানিতে পুরো ফিট্ হয়ে যাবেন।' নদবদ্ করছে টায়ার, কখন ফটাশ্ করে হাটের মধ্যে হাহুতাশ করাবে বলতে পারেন না। ব্রেক্ ফেইল্ করে কবে যে নয়নজুলিতে লটকে পড়বে ঠিক নেই। গেট থেকে একদিন ভিড়ের চাপে ছিটকে ঘড়ে ধুলো ঝেড়ে বাসের পেছনটা ধরে ঝুলতে চাইলুম, বাস বেরিয়ে গেল। লোহার টুকরো আমার হাতে। যথা লাভ।

আর গেঁজিয়ে লাভ নেই। শেষ গল্প দিয়ে শেষ করি। সেই শ্মশান-যাত্রা। এক বৃদ্ধ অন্তিমকালে দু'হপ্তা ঝিম্ মেরে পড়ে আছেন। ডাক্তারে জবাব দিয়েছে। ছেলেরা আজ মরবে কাল মরবে করে আশা করে আছে। কিন্তু বুড়োর বুকের ধুকধুকিটা থামে না কিছুতেই। বৌমারা গু-মুতের কাঁথা পাল্টে ক্লান্ত। অগত্যা একজন তুললে অন্তর্জলি যাত্রার কথা। সজ্ঞানে শ্মশানলাভ। কেউ বললে, ব্যাপারটা বড় নিষ্ঠুর। এক বিচক্ষণ উপদেশ দিলে, 'টাউনে ডাক্তার দেখাতে নিয়ে যাচ্ছ বলে বাসে তোল। বুড়ো ভাববে—ভাল চিকিৎসে হবে। কিন্তু ভিড়ের চাপে আর ঝাঁকানিতে প্রাণবায়ুটা হড়কে গেলেই গঙ্গের শ্মশানঘাটে—।' তাই হল। তবে শেষটা মেলেনি। বাসস্ট্যাণ্ডে যখন বাস এল, তার ভিড় দেখেই বৃদ্ধ হার্টফেল করলেন। জ্বালা জুড়োল।

কেন্দ্রীয় শিল্প নিরাপত্তা বাহিনীর মোটর সাইকেল যাত্রা

ফরাক্কা : গত ২৮ জানুয়ারী দিল্লী থেকে আগত কেন্দ্রীয় শিল্প নিরাপত্তা বাহিনীর মোটর সাইকেল যাত্রীদের একটি দল ফরাক্কা এসে পৌঁছলে তাঁদের অভিনন্দিত করেন ফরাক্কা ব্যারেজের জি এম। খবর ১০ জানুয়ারী বাহিনীর প্রতিষ্ঠা দিবস পালনার্থে ডি সি প্রদিহারের নেতৃত্বে ৮ জনের একটি দল 'হিরোহণ্ডা' মোটর সাইকেলে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় এই বাহিনীর ইউনিটগুলো প্রদর্শন করতে ও নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাত্রা শুরু করেন দিল্লী হেড কোয়ার্টার থেকে। এই যাত্রায় তাঁরা ১৮০০০ কিমি পথ পরিক্রমা করে প্রায় ২০৮টি ইউনিট প্রদক্ষিণ করবেন। বাহিনীর জোয়ানদের মধ্যে ঐক্যভাব সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যেই তাঁদের এই যাত্রা বলে ডি সি প্রদিহার জানান।

জেলা পরিষদ সভাধিপতি (১ম পৃষ্ঠার পর)

কংগ্রেস আমলেও একটি স্লুইস গেট করে গ্রামবাসীদের ফাঁকি দেওয়া হয়। সে গেট কোন কাজে লাগেনি। উঁচু জায়গায় স্লুইস গেট হওয়ায় নীচু জায়গার জমি বর্ষার জলে ডুবে থাকছে। চাষীদের উপকারের কথা বলে এভাবে লক্ষ লক্ষ টাকা তছনছ হতে তাঁরা দেবেন না। বিক্ষোভ চলাকালীন জনতাকে শান্ত হ'তে অনুরোধ জানান স্থানীয় বিধায়ক আবদুল হক। কিন্তু বিক্ষোভ চলতে থাকে। শেষ অবধি হক সাহেব বিক্ষুব্ধদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনায় বসার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি গিয়াসুদ্দিনের উদ্ধত কথা-বার্তার ফলে আলোচনা ভেস্তে যায়। অগত্যা জেলা পরিষদ সভাপতি অনুষ্ঠান বন্ধ রেখে বহরমপুর ফিরে যেতে বাধ্য হন। বিক্ষোভকারীরা একটি দাবীপত্র বিধায়ক ও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির হাতে তুলে দেন। সেই দাবীপত্রের একটি অনুলিপি মহকুমা শাসককেও পাঠানো হয়। এই দাবীপত্রে গ্রামবাসীরা অভিযোগ করেন চাষীদের উপকারের নামে বামফ্রন্টের অনুগৃহীত ক্যাডারদের টাকা পাইয়ে দেবার জন্যই এই সব অবাস্তব পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

দলিল লেখকদের সংঘর্ষ (১ম পৃষ্ঠার পর)

দলিল লেখকদের সঙ্গে তাঁদের এক সংঘর্ষে কয়েকজন আহত হন। দলিল লেখকদের অভিযোগ কপিরাইটাররা সরকার নির্দ্ধারিত দর অগ্রাহ্য করে নিজেদের খুশিমত বেশী ফিস আদায় করছেন। প্রতিবাদ করলেও গ্রাহ্য করছেন না। অভিযোগ পেয়ে মহকুমা শাসক সাব-রেজিষ্ট্রি অফিসে তদন্তে এসে জানতে পারেন ঘটনা সত্য। তিনি নাকি কপিরাইটারদের এভাবে জুলুম করা থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দেন এবং সাবধান করে যান। কিন্তু খবর পাওয়া যাচ্ছে পরদিন থেকে অবস্থা যথাপূর্বং।

এ বছর উৎপাদন সর্বোচ্চ (১ম পৃষ্ঠার পর)

হয়েছে ৩৫০'২৮ মিলিয়ন ইউনিট এবং প্ল্যান্টলোড ফ্যাক্টর ৭৮'৪৭। উল্লেখ্য গত অক্টোবর '৯১ এ বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় ৩১৩'৭৩ মিলিয়ন ইউনিট এবং নভেম্বর '৯১ এ প্ল্যান্টলোড ফ্যাক্টর ছিল ৭৮'৩৩। বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জেনারেল ম্যানেজার মিঃ সোহন এই আশাতীত বিদ্যুৎ উৎপাদনে কর্মীদের নিরলস প্রচেষ্টার কথা বার বার স্বীকার করেন।

ক্রীড়ায় স্বর্ণ পদক লাভ (১ম পৃষ্ঠার পর)

ছোটকালিয়াই জুনিয়ার বেসিক স্কুলের ছাত্র ও নবতরুণ সংঘের সভ্য মিহির দাস প্রথম স্থান অধিকার করে স্বর্ণ পদক লাভ করে। উল্লেখ্য, গত বৎসরও মিহির নেহরু স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ১০০ মিঃ দৌড়ে রাজ্য ভিত্তিক প্রতিযোগিতায় বিগত পাঁচ বৎসরের সমস্ত রেকর্ড ভেঙে ১৩'৬ সেকেণ্ডে প্রথম স্থান অধিকার করে স্বর্ণ পদক লাভ করে। বর্তমানে সে 'সাই' ক্যাম্পে যোগদানের ছাড়পত্র পেয়েছে। আরও জানা যায় নবতরুণ সংঘের শীলা খাল জিমন্যাসটিকসের ক বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে।

সুবিধাজনক ও সহজ কিস্তিতে সাইকেল, টিভি, রিক্সা, স্কুটার ইত্যাদি দেওয়া হয়।

যোগাযোগ কেন্দ্র ঃ

শর্মিষ্ঠা ফাইনান্স লিঃ

গভঃ রেজিঃ নং ২১-৪৯১২৫

রেজিঃ এবং হেড অফিস

দরবেশপাড়া ঃ রঘুনাথগঞ্জ ঃ মুর্শিদাবাদ

এ. মুখার্জী

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

দূর আলাপনী—রঘুনাথগঞ্জ-৩১০

জঙ্গিপুর পৌরসভা কার্যালয়

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ

১৯৯২-৯৩ সালের জন্য পৌরসভার ফেরীঘাট ইজারার নোটীশ ও নিয়মাবলী

এতদ্দ্বারা নিলাম ডাকেচ্ছু ব্যক্তিগণকে জানানো যাইতেছে যে, জঙ্গিপুর পৌরসভার রঘুনাথগঞ্জ সদর ফেরীঘাট এবং এনায়েতনগর ডোমপাড়া গাড়ীঘাট দুইটি একত্রে আগামী ১৯৯২-৯৩ সালের জন্য (১৯৯২ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৯৩ সালের ৩১শে মার্চ অর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য) আগামী ২৭-২-৯২ বৃহস্পতিবার বেলা দুই ঘটিকায় পৌরসভার অফিসে প্রকাশ্য নিলাম ডাকে পৌরসভার কর্তৃপক্ষগণ কর্তৃক ইজারা বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে।

১) নিলামের দফাওয়ারী বিশদ শর্তাবলী নিলাম ইস্তাহারে এবং পৌর অফিসে দেখিতে পাওয়া যাইবে।

২) তথাপি সংক্ষেপে জানানো যায়, যে ব্যক্তি পূর্ব ইজারার টাকা পরিশোধ করেন নাই, ডাক কর্তৃপক্ষগণ তাঁহাকে ডাক করিবার অনুমতি না দিতে বা ডাক করিলে তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

৩) আর্থিক সচ্ছলতার নিদর্শন ডাকেচ্ছু ব্যক্তিগণকে স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির দলিলাদির কাগজপত্র দাখিল করিতে হইবে ; নচেৎ ডাকে অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন না।

৪) উপরোক্ত দুইটি ফেরীঘাট একত্রে ডাক করা ও বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে। ডাকে যোগ দিতে যোগ্য ব্যক্তিকে উক্ত ফেরীঘাটদ্বয় ইজারার জন্য একত্রে ২০,০০০ (কুড়ি হাজার টাকা) আমানত জমা (আরনেষ্ট বা টেবিলমানি) জমা দিতে হইবে। ডাক চূড়ান্ত হওয়ার পর যথা নিয়মে ফেরৎ দেওয়া হইবে।

৫) যাহার ডাক মঞ্জুর হইবে তাহাকে ডাক মঞ্জুরীর টাকার ¼ ভাগ তৎক্ষণাৎ জমা দিতে হইবে। এ টাকা সিকিউরিটি হিসাবে জমা থাকিবে। ডাকের পুরো টাকা মাসিক সমান কিস্তিতে এপ্রিল ১৯৯২ হইতে নভেম্বর ১৯৯২ মধ্যে পরিশোধ করিতে হইবে। আর সিকিউরিটির টাকা শেষ কিস্তিতে এ্যাডজাষ্ট (মিনাহ) করিতে পারিবেন।

৬) দফাওয়ারী শর্তাবলী ও নিয়মাবলী নিলাম ইস্তাহারে ও পারানীর মাশুলের তালিকা পৌরসভা অফিসে দেখিয়া লইয়া এবং সেমতভাবে রাজী হইলে তবে ডাকে অংশগ্রহণ করিবেন।

* ডাকের স্থান ঃ মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুর মহকুমা সদর শহরে অবস্থিত জঙ্গিপুর পৌর অফিস।

ডাকের তারিখ ও সময় : ২৭-২-৯২ (বৃহস্পতিবার) ১৯৯২ সাল বেলা ২ ঘটিকায়।

মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য
পৌরপতি
জঙ্গিপুর পৌরসভা

তারিখ—৩-২-৯২

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।